দৈনিক সংবাদ
তারিখ 08 AUG 1992
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

84

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাঈদ সোহরাব গ্রুপ গতকাল শুক্রবার ইলিয়াস গ্রুপকে হটিয়ে সূর্যসেন হল দখল করে নিয়েছে। দখল করার পরপরই উভয় গ্রুপের মধ্যে ৩০/৩৫ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়। পরে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়লে গোলাগুলি থেমে যায়। গুলিবিনিময়ে কেউ হতাহত হয়নি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ইলিয়াস গ্রুপের কর্মীরা সূর্যসেন হলে সাঈদ সোহরাব গ্রুপের দু'জন কর্মীকে মারধর করে। এদের নাম মনি ও কাজল। এই ঘটনার রেশ ধরে গতকাল সাঈদ সোহরাব গ্রুপের কর্মীরা ইলিয়াস গ্রুপের রতন (বাবু) নামে একজন কর্মীকে মারধর করে এবং পরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। রতন একজন বহিরাগত বলে জানা গেছে। রতনকে মারধর ও পুলিশের হাতে সোপর্দ করার ঘটনাকে সাঈদ সোহরাব গ্রুপ বহিরাগত উচ্ছেদ অভিযানের সূচনা বলে আখ্যায়িত করেছে।

এ ঘটনার পরপরই বেলা আড়াইটার দিকে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত সাঈদ সোহরাব গ্রুপের সশস্ত্র কর্মীরা কমান্ডো স্টাইলে সূর্যসেন হল দখল করে নেয়। এর পরপরই শুরু হয় সাঈদ গ্রুপ ও ইলিয়াস গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ। সাঈদ সোহরাব গ্রুপের সশস্ত্র কর্মীরা অবস্থান নেয় সূর্যসেন হলের মধ্যে এবং ইলিয়াস গ্রুপের সশস্ত্র কর্মীরা অবস্থান নেয় জসীম উদদীন হলের আশপাশে। এই সশস্ত্র

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৫

ক্যাম্পাস ঃ বন্দুকযুদ্ধ

(১ম পাতার পর)

সংঘর্ষে ৩০/৩৫ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়। সংঘর্ষ শুরু হবার সাথে সাথে মুহসীন, সূর্যসেন, জসীম উদদীন, জিয়া ও বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যসেন ও জসীম উদদীন হলের অনেক ছাত্র আত্মরক্ষার জন্য ফ্লোরে শুয়ে পড়ে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়লে সংঘর্ষ থেমে যায়।

সংঘর্ষের পর সাঈদ সোহরাব গ্রুপ সূর্যসেন হলে মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন মুহসীন হল ছাত্র সংসদের জিএস সাঈদ সোহরাব ও সূর্যসেন হল ছাত্র সংসদের এজিএস নূরুল ইসলাম খান খসরু। সমাবেশে বক্তারা কাজল ও মনির ওপর হামলাকারীদের বিচার, হলে গুলিবর্ষণকারী সন্ত্রাসী বহিরাগতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

এদিকে ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি নূর আহমেদ বকুল ও সাধারণ সম্পাদক রাগীব আহসান মুন্না গতকাল এক বিবৃতিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে সৃষ্ট ঘটনায় দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শহীদুল ইসলাম লিটন ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স অপর এক বিবৃতিতে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষের তীব্র নিন্দা করেছেন।